The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

# সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি নিরূপণে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মতভেদ বিষয়ে তুলনামূলক অধ্যয়ন

***Debarati Datta***
*Former Student.M.A in Sanskrit.The University of Burdwan*
*West Bengal, India.Email Id – dattadebarati49@gmail.com* DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400069

***সারসংক্ষেপ***

*মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ কেবল আহার, নিদ্রা ও কর্ম সম্পাদন করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। মানুষের বুদ্ধিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও অজানাকে জানার কৌতূহল তাকে অস্থির করে তুলেছে। এই অজানাকে জানার কৌতূহল থেকেই ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল। তাই ভারতীয় দর্শন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়দিকেই চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। এরফলে শুরু হয় জীবন জিজ্ঞাসা। জগতের চরম কারণ কী? ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা? কার অভিপ্রায়ে মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়? সূক্ষ্মশরীর থেকে স্থূলশরীরের উৎপত্তি কীভাবে? মানুষের মনের এই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য এবং বিশ্ব রহস্য উন্মোচনের জন্য ভারতীয় ঋষিকুল অন্তর্লোকের জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে শুরু করেছিলেন তত্ত্বের বিচার। এই তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিচারকে কেন্দ্র করেই এখানে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তিতে সাংখ্য দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের মতভেদের বিষয়ে তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয়েছে।*

***Key words:****সাংখ্যদর্শন, বেদান্ত দর্শন, সূক্ষ্মশরীর, স্থূলশরীর।*

**ভূমিকা:**

জ্ঞানার্থক 'দৃশ' ধাতু থেকে 'দর্শন' শব্দের উৎপত্তি। দৃশ + অনট্ = দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্। 'দর্শন' শব্দের সাধারণ অর্থ দেখা। কিন্তু এখানে 'দর্শন' বলতে সত্যের সাক্ষাৎকার বোঝানো হয়েছে। যে শাস্ত্রের অধ্যয়নে যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টিগোচর হয় তাই দর্শনশাস্ত্র।

ইংরেজি 'philosophy' শব্দের অর্থ দর্শন বলা হলেও philosophy ও দর্শন কিন্তু সমার্থক শব্দ নয়। 'philosophy' শব্দের অর্থ জ্ঞানের জন্য অনুরাগ, 'দর্শন' শব্দের অর্থ সত্যদর্শন বা তত্ত্বদর্শন। পাশ্চাত্য 'philosophy'র লক্ষ্য জ্ঞানতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করা, সেখানে সেই জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের আচরণের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কোনো প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে পরম সত্যের অনুসন্ধান করাই কেবল লক্ষ্য নয়, সেই সত্যকে উপলব্ধি করে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই মূল লক্ষ্য।

চিন্তা কোনো দেশের ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ভারতীয় দার্শনিকদের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা থেকে বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়— আস্তিক ও নাস্তিক। পাণিনি সূত্রে বলা হয়েছে— 'অস্তি নাস্তিদিষ্টং মতিঃ' (৪/৪/৬০)। পাণিনি মতে যারা পরলোকে বিশ্বাসী তারা আস্তিক, যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তারা নাস্তিক। কিন্তু এই মতানুসারে ভারতীয় দর্শন

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

বিভাজিত হয়নি। বৌদ্ধ দর্শন পরলোকে বিশ্বাসী হলেও বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক দর্শন বলে বিবেচিত হয়। বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শন আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। শাস্ত্রকার মনু বলেছেন— 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ' (মনুসংহিতা ২/১১)। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে ছয়টি দর্শন প্রধান— সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)। প্রতিটি সম্প্রদায়ই নিজেদের যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বৈচিত্র্যময় তথ্যে সমৃদ্ধ। সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ই সূক্ষ্মশরীরের বর্ণনা করেছেন যা কারণ শরীর থেকে উদ্ভূত এবং স্থূল শরীরের নিয়ন্ত্রণকারী।

**উদ্দেশ্য :**

1. সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী সূক্ষ্মশরীরের *উৎপত্তি* অধ্যয়ন করা।
2. বেদান্ত দর্শন অনুযায়ী সূক্ষ্মশরীরের *উৎপত্তি* নিরূপণ করা।
3. সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মতভেদ অনুসারে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি বিষয়ে তুলনাত্মক অধ্যয়ন করা।

**সাংখ্য দর্শন অনুসারে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি :**

**"সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।**
**তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।"**

সাংখ্যদর্শন ভারতীয় বৈদিক ষড়দর্শনের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি কপিলমুনি হলেন সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। সাংখ্যদর্শনে দুটি প্রধান তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে — পুরুষ ও প্রকৃতি, এজন্য সাংখ্যদর্শনকে দ্বৈতবাদী দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। সাংখ্যদর্শনে পঞ্চবিংশতি পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে —

**"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।**
**ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" (সাংখ্যকারিকা ৩)**

'প্রকরোতি যা সা প্রকৃতিঃ'। মূল প্রকৃতি হল অবিকৃতি। কার্য - সংঘাতরূপ বিশ্বের মূল হল প্রকৃতি। কিন্তু এই প্রকৃতির অন্য কোনো মূল নেই। এজন্য প্রকৃতি 'মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্'। এই প্রকৃতি উৎপত্তি-বিনাশ রহিত। তাই প্রকৃতি জগতের সকল বস্তুর কারণ হলেও নিজে অকারণ। জগতের মূল কারণরূপে প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ'। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম — এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র — এই সাতটি হল প্রকৃতি-বিকৃতি এবং বিকার হল ষোলটি। এই তেইশটি তত্ত্ব হল ব্যক্ত। 'ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিও নয়, আবার বিকৃতিও নয়। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই হল সাংখ্যাধ্যয়নের লক্ষ্য।

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের জন্য পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির এই সংযোগের ফলেই সৃষ্টি ঘটে অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্তে পরিণত হয়। পুরুষ প্রকৃতি - সংযুক্ত হলেও তার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধবশত উপাদানকারণরূপে মহদাদির জননী হয়। এ প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকাতে বলা হয়েছে —

**"প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।**
**তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥" (সাংখ্যকারিকা২২)**

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি থেকে মহৎ বা বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে ষোড়শতত্ত্ব অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চ-মহাভূতের উৎপত্তি হয়।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

'যেন ক্রিয়া ক্রিয়তে তৎ করণম্' অর্থাৎ যার দ্বারা কার্য্য বা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাই করণ। সাংখ্যাচার্যগণের মধ্যে করণের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বার্ষগন বলেন, করণ একাদশ প্রকার,আবার পতঞ্জলির মতে করণ দ্বাদশ প্রকার। ঈশ্বরকৃষ্ণ ত্রয়োদশ প্রকার করণ স্বীকার করেছেন।"করণং ত্রয়োদশবিধং" (সাংখ্যকারিকা ৩২)। তাঁর মতে, ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই হল করণ। 'ব্যাপারবৎ কারণং করণম্'। এই ত্রয়োদশ প্রকার করণ হল — পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ) এবং তিনটি অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার)।

এই তিনটি অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

**"স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।**
**সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥" (সাংখ্যকারিকা ২৯)**

এখানে 'স্বালক্ষণ্য' পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মন, বুদ্ধি ও অহংকার— এই তিনটি অন্তঃকরণের লক্ষণ ও বৃত্তি ভিন্ন নয়, এক। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, মনের বৃত্তি সংকল্প এবং অহংকারের বৃত্তি অভিমান। অতএব অধ্যবসায়, সংকল্প এবং অভিমান হল অন্তঃকরণ ত্রয়ের অসামান্য বৃত্তি এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে সামান্য বৃত্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অন্তঃকরণ ত্রয়ের মধ্যে বুদ্ধি প্রধান। বহিরিন্দ্রিয় স্বগৃহীত বিষয়কে মনে সমর্পণ করে, তেমনই মন ঐ বিষয়কে সংকল্পবশত অহঙ্কারে সমর্পণ করে, অহঙ্কার অভিমানপূর্বক বুদ্ধিতে সমর্পণ করে। ভোগ বা অপবর্গ পুরুষের প্রয়োজন বা পুরুষার্থ। বুদ্ধি পুরুষের সমস্ত ভোগ সাধন করে, তাই বুদ্ধি প্রধান। বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন —**'পুরুষার্থস্য প্রযোজকত্বাৎ তস্য যৎ সাক্ষাৎসাধনং তৎ প্রধানম্'**। বুদ্ধির দ্বারাই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মভেদ বোঝা যায় এবং বিবেকজ্ঞান হয়।

'অভিমানঃ অহংকারঃ'; সত্বপ্রধান অহঙ্কার হতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও তমঃপ্রধান অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্রাদি পাঁচটি তন্মাত্রই সূক্ষ্ম এবং অবিশেষ। কিন্তু পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন পঞ্চমহাভূতগুলি সুখ, দুঃখ ও মোহময় হওয়ায় সেগুলি বিশেষ ও স্থূল।

সাংখ্য দর্শনানুসারে পঞ্চভূত ত্রিবিধ — ভৌতিক জগৎ, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর। মাতা-পিতার থেকে উৎপন্ন শরীর হল স্থূলশরীর। দৃশ্যমান স্থূলশরীরের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মশরীর থাকে। সূক্ষ্মশরীর মহৎ, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র — এই আঠারোটি অবয়ব দ্বারা নির্মিত হয়। —

**"পূর্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্যন্তম্।**
**সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥" (সাংখ্যকারিকা ৪০)**

যতক্ষণ না স্থূলশরীরের মুক্তি হয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, ততদিন পর্যন্ত সূক্ষ্মশরীর ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করতে থাকে।'উপাত্তমুপাত্তং ষাটকৌষিকং শরীরং গৃহ্নাতি, হায়ং হায়ঙ্কোপাদত্তে।' এই সূক্ষ্মশরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি। সূক্ষ্মশরীর ভোগরহিত হয়, তাই দেহের বিনাশ হলেও সূক্ষ্মশরীরের বিনাশ হয় না। সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীরও বলা হয়। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের জন্যই স্থূলশরীরের মাধ্যমে সূক্ষ্মশরীর কার্য সম্পন্ন করে।

**বেদান্ত দর্শন অনুসারে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি:**

বেদান্তদর্শন উপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই বেদান্তসার গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে —**"বেদান্তো নাম উপনিষদ্ প্রমাণং তদুপকারিণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।" (৩)**ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ বেদান্তদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই মোক্ষ বা মুক্তি লাভের প্রধান মার্গ হল ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের জ্ঞান। আত্মাকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় —**'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি'**বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

ব্রহ্মতত্ব বিষয়টি নিয়ে বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন — শঙ্করাচার্যের 'কেবলদ্বৈতবাদ', রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', বল্লভাচার্যের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' ও মাধবাচার্যের 'দ্বৈতবাদ' ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে শঙ্করাচার্যের কেবলদ্বৈত বা অদ্বৈত মতবাদটি সর্বাধিক প্রচলিত।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, জগতের পরম সত্তা এক ও অদ্বিতীয় —**'একমেবাদ্বিতীয়ম্'**ছান্দোগ্য উপনিষদ মতে —**'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (৬/২/১)**ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে —**'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' (১/১)**বৃহদারণ্যক উপনিষদ মতে —**'আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ' (১/৪/১)** অতএব অদ্বৈতবাদ উপনিষদের বীজ।

আবার ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত সগুণ ব্রহ্মও উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে বলা হয়েছে —**"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।" (ঋগ্বেদ ১০/১২৯/১)** অর্থাৎ তখন নামরূপাদি রহিত অবস্থাও ছিল না আবার নামরূপাত্মক অবস্থাও ছিল না,না লোক ছিল, না আকাশ ছিল । তাই এই বৈচিত্রময় সৃষ্টির কারণ একমাত্র ঈশ্বরই জানেন —**"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।" (১০/১২৯/৭)**

বেদান্তের মুখ্য বিষয় হল জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। **বিষয়: জীব-ব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধ-চৈতন্যং প্রমেয়ং তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্যম্। (বেদান্তসার - ২৮)** 'ব্রহ্ম' শব্দটি 'বৃহ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ বৃহৎ বা ব্যাপক। ব্রহ্ম অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছু নেই। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও পারমার্থিক সৎ। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সবকিছুই মিথ্যা। বেদান্ত মতে, ব্রহ্ম বস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন প্রতীয়মান সকল বস্তুই অবস্তু। **"বস্তু সচ্চিদানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহো অবস্তু।" (বেদান্তসার - ৩৩)** জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ভ্রমস্থলে রজ্জু যেমন সর্পরূপে প্রতীত হয়, তেমনি অজ্ঞান বা মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম জগতরূপে প্রতিভাত হন। এই অজ্ঞান বা মায়ার শক্তি দুই প্রকার — আবরণ ও বিক্ষেপ।**"অস্যাজ্ঞানস্যাবরণ-বিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি।" (বেদান্তসার - ৪৩)** অজ্ঞানের আবরণ শক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করে রাখে এবং বিক্ষেপ শক্তি আবৃত ব্রহ্মের উপর জগৎকে আরোপ করে রাখে। বাক্যসুধা গ্রন্থে বলা হয়েছে — **"বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি-ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।"**অর্থাৎ বিক্ষেপ শক্তি ব্রহ্মাণ্ড থেকে শুরু করে সকল জগতের সৃষ্টি করে। অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্যে স্বয়ং প্রধান হওয়ায় নিমিত্তকারণ আবার অজ্ঞান প্রধান উপাদান হয় বলে উপাদানকারণ হয়।

অজ্ঞানের দুটি ভেদ — সমষ্টি ও ব্যষ্টি। বেদান্তসারে বলা হয়েছে, সমষ্টিরূপ অজ্ঞান থেকে সূক্ষ্মশরীর উপহিতং চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা বা প্রাণ বলা হয়।ব্যষ্টিরূপ অজ্ঞান থেকে সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্যকে তৈজস্ বলা হয়। বেদান্ত মতে, সূক্ষ্মশরীর সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা গঠিত হয়। সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীরও বলা হয়।

**"সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি, অবয়বাস্তু -**
**জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চেতি॥" (বেদান্তসার ৫০)**

সপ্তদশ অবয়ব যথা — পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) এবং বুদ্ধি ও মন।পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি আকাশাদি সূক্ষ্মভূতের সাত্ত্বিক অংশের থেকে পৃথক পৃথক ক্রমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির সাথে মিলিত হয়ে বিজ্ঞানময়কোশ গঠন করে। আবার পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মনের সাথে মিলিত হয়ে মনোময়কোশ গঠন করে। পঞ্চবায়ু পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রাণময়কোশ গঠন করে।

এই কোশত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোশটি কর্তাস্বরূপ ও জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন, মনোময়কোশটি কর্মস্বরূপ ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং প্রাণময়কোশটি কার্যস্বরূপ ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন। এই কোশত্রয়ের মিলিত রূপ হল সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীর তথা লিঙ্গশরীরই জীবের বন্ধনের মূল কারণ।

অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য থেকে প্রথমে আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। তারপর পঞ্চীকরণের নিয়মে এক একটি প্রধান ভূতের অর্ধাংশের সঙ্গে অন্য চারটি ভূতের ১/৮ অংশ যুক্ত হয়ে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎপঞ্চপঞ্চ তে॥" (বেদান্তসার ৬৩)

**উপসংহার:**

সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মূল পার্থক্য হল — সাংখ্যে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি হয় পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের জন্য, কিন্তু বেদান্ত দর্শনে একে আত্মার অবিদ্যাজনিত ভ্রম বলে গণ্য করে। সাংখ্য দর্শন মতে সূক্ষ্মশরীর অনাদি এবং মোক্ষপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সূক্ষ্মশরীরের বিনাশ হয় না। বেদান্ত মতে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে সূক্ষ্মদেহের বিনাশ হয়। মূলত সাংখ্য দর্শনে লিঙ্গদেহকে স্বতন্ত্র জড় হিসেবে গণ্য করা হয়, অপরদিকে বেদান্ত দর্শনে লিঙ্গশরীরকে আরোপিত ভ্রম বলে গণ্য করা হয়।

## Bibliography:

1. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, (২০১৬)।সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।
2. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ,বেদান্তসার, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা,।
3. রায়, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ, (১৩৩২)।সাংখ্য-দর্শন-কারিকা, প্রথম সংস্করণ,উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।
4. দাস, পণ্যা, দীপান্বিতা, (২০২৩)।উপনিষদে প্রতিপাদিত দার্শনিক তত্ত্ব, National Journal of Hindi & Sanskrit Research, ১/৪৬।
5. ভট্টাচার্য, অমিত, (২০১৬)।ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।
6. ভট্টাচার্য, ড. সমরেন্দ্র এবং মুখোপাধ্যায়, গৌতম, (২০২১)।স্নাতক সমকালীন ভারতীয় দর্শন, BOOK SYNDICATE PVT. LTD.

TGJCT
EST. 2025